যুগান্তর

FEB. 6 2001

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...৬ কলাম ...৫......

জে এন দীক্ষিত

সার্ক কী এখনও বেঁচে আছে?

সার্ক বা আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য দক্ষিণ এশীয় সমিতি ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের জন্মলগ্ন থেকেই নানা বিরোধ ও দ্বন্দ্বের পর্যায় পেরিয়ে এসেছে। সার্কের চলতি নিষ্ক্রিয় পরিস্থিতি নির্দিষ্টভাবেই উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত। এই উদ্বেগ এই জন্য নয় যে, সংস্থাটির শীর্ষ বৈঠক গত দুই বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না; এ কারণে যে, অদূরভবিষ্যতেও এই বৈঠক অনুষ্ঠানের কোনও সম্ভাবনা বা ইঙ্গিতও নেই। সার্ক বিষয়ক ধারণাটি বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম তুলে ধরেন ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এ ব্যাপারে ভারতের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ সাবধানী। কারণ, ভারতের অনুমান ছিল, ছোট প্রতিবেশী দেশগুলো এই সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিরোধ প্রশ্নে ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তার স্বার্থকে ছাড় দিতে হবে না- এমন শর্তেই ভারত সার্ক-এ যোগদান করে। সার্ক ঘোষণাপত্রে, অতএব, নির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় যে, এই ফোরাম আঞ্চলিক অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কাজ করে যাবে। দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক বিরোধের প্রসঙ্গ এখানে তোলা হবে না। তারপরের পনের বছর সার্কের সাফল্যের ইতিহাসকে বিক্ষিপ্ত অগ্রগতি বলেই বর্ণনা করা যায়। সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ও মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠক বিভিন্ন পর্যায়ে বাধাগ্রস্ত বা স্থগিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের জেনারেল পারভেজ মোশাররফের ক্ষমতা দখলের পর ভারত সার্ক বৈঠকগুলোতে যোগদানের প্রশ্নে অনীহা প্রকাশ করে, পাকিস্তানের সামরিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে। গত বছরের নভেম্বরে কলম্বোতে শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ্মণ কাদিরগামার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক বৈঠকে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সার্কের মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠক বা শীর্ষসম্মেলন ২০০১ সালেও অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে।

সার্ক কার্যক্রমের স্থবিরতা বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের এ ব্যাপারে কিছু উদ্যোগ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে, সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে কিছু পারস্পরিক যোগাযোগ সক্রিয় করে তোলা। এর মধ্যে একটি সাম্প্রতিক উদ্যোগ হচ্ছে, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালের নেতৃত্বে একটি ফোরামের প্রতিষ্ঠা। আণবিক মারণাস্ত্রে ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি হয়ে যাওয়াই এই উদ্যোগকে আরও জরুরি করে তুলেছে। অধিকাংশ সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে এই মর্মেও একটা ঐকমত্য হয়েছে যে, আঞ্চলিক দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণেও সার্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং এই ক্ষেত্রে কিছু কাজও হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অগ্রাধিকারমূলক একটি বাণিজ্যিক এলাকা গঠনের জন্যও কারিগরি পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে যা কালক্রমে দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী গঠনের পথে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। পাকিস্তান এমন কথা বলেই আসছে যে, কাশ্মীর সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের পূর্বে এ জাতীয় সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় সে সামিল হতে পারে না। এই প্রেক্ষিতেই সার্ক কর্মকর্তাদের কলম্বো বৈঠকে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সার্কের মূল সমস্যার একদিকে, অতএব, দণ্ডায়মান বড় প্রতিবেশী ভারত এবং অন্যদিকে তার প্রতিবেশী ছোট দেশগুলো। ভুটান, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিরোধ এই সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করেছে।

এটা গভীরভাবে তলিয়ে দেখার ব্যাপার যে, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলো তাদের নিজস্ব জাতীয় স্বকীয়তা, ভাষা এবং ধর্মগত দিকে ভারতকে নিয়ে শঙ্কামুক্ত নয়। এই আশঙ্কা থেকেই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাবকে ভারসাম্যের মধ্যে রাখার লক্ষ্যে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে দেশগুলোর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের কার্যকারণ হয়ে আছে। এহেন প্রেক্ষাপটেই দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান একটি ইসলামি পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যে উপসাগরীয় ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় স্থাপনে আগ্রহী। একইভাবে, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং শ্রীলংকার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশেরও একই লক্ষ্য রয়েছে এবং বাংলাদেশ একপর্যায়ে সার্কের চেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সংস্থা আসিয়ানের সঙ্গে যুক্ত হতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে।

এই অঞ্চলের সরকারগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অন্যান্য আলোচনার দীর্ঘসূত্রতা সার্কের আগ্রহব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ কোন বার্তাই দিতে পারছে না। মৌলিক বিষয়টি হল, সার্কের ব্যাপারে সদস্য দেশগুলোর কোন গভীর অঙ্গীকার নেই বলেই মনে হচ্ছে। এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণেও সার্কের গুরুত্ব সম্পর্কে দেশগুলোর তেমন একটা বিশ্বাস নেই।

সার্ককে প্রকৃত অর্থে অর্থবহ করে তুলতে হলে দুটি করণীয় বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রথমত, সমুদয় প্রধান বিরোধগুলোর নিষ্পত্তির জন্য ভারতকে বাস্তবমুখী উদ্যোগ নিতে হবে। এটা যতক্ষণ না সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হবে না। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলের সরকারগুলোর সার্ক সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক অনুভূতির প্রকাশ দেশগুলোর নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহে প্রতিফলিত হতে হবে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এসব আশাবাদকে দূরের বাদ্য বলেই মনে হয়।

** ভারতীয় ইংরেজি দৈনিক দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সৌজন্যে*